দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম

052

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৯৫ : ৩০শে জুলাই, ১৯৮৮

শিক্ষা তথা জীবনের দাবী

দুর্যোগের ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা হয়েছে। এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ, দাবী আর উদ্বেগ প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। যত কিছুই বলা হোক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধই থাকছে এবং স্থগিত পরীক্ষাসমূহ অচিরে চালু হচ্ছে না। এর কারণও সহজবোধ্য—কোন অভিভাবকই তার সন্তানকে মৃত্যুক্ষেত্রে ঠেলে দিতে আগ্রহী হতে পারেন না, পরীক্ষা পেছানোর ফলে সেসনজটের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়ে সময় ও শক্তির অপচয় যতই বাড়ুক। শিক্ষা অবশ্যই জরুরী, তবে নিরাপত্তার প্রয়োজন তারচে বেশী। শিক্ষাঙ্গনে মাস্তানী আর অস্ত্রের ঝনঝনা আমাদের কোন সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি তা স্পষ্টতর করে তুলেছে। শিক্ষা কর্মসূচীকে অবশ্যই এগিয়ে নিতে হবে। তবে তা শিক্ষার্থীর জীবনকে বিপন্ন করে নয়। জীবনের দাবী সবার আগে। সমস্যাটি বহুল আলোচিত। কেবল পত্রিকার পাতায়ই নয়, সকল স্তরের মানুষই শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং সে উদ্বেগ নানা মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে আসছে। এর থেকে যে সিদ্ধান্তটি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে এই যে ভাবেই হোক শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে।

এ সিদ্ধান্তে কোনো দ্বিমত নেই। অন্তত এ পর্যন্ত কোনো ভিন্নমত প্রকাশ পায়নি। সমস্যার তবু নিষ্পত্তি ঘটছে না এ জন্যে যে, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পন্থা আমাদের জানা নেই। সুন্দর সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ সবাই দাবী করি। অথচ এ দাবী পূরণের প্রথম শর্ত অস্ত্রমুক্তি বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ আসে না। সাধারণ শিক্ষার্থী আর অভিভাবককে তাই সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া করার কিছু থাকে না। শিক্ষাদান বন্ধ হয়; জমতে থাকে স্থগিত পরীক্ষার পাহাড়, চলতে থাকে অর্থহীন অপচয়।

এই অক্ষমতা কিংবা ব্যর্থতার কারণ কি যদি প্রকৃত অর্থেই আমরা শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই এ প্রশ্নের জবাব আমাদের পেতেই হবে। আর সে জবাবের আলোতেই নিতে হবে সুদৃঢ় কর্মসূচী। বলার অপেক্ষা রাখে না শিক্ষাঙ্গনকে যারা কলুষিত করছে। শিক্ষাঙ্গনে যারা কায়েম করছে সন্ত্রাসের রাজত্ব তারা কেউ বহিরাগত নয়। ওদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কেন অসম্ভব হবে, তা-ও এমন একটি বিষয়ে যাতে গোটা জাতির ভবিষ্যত নির্ভরশীল।

গোটা বিশ্ব আজ নতুন প্রযুক্তির চাহিদা মেটাতে যখন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যস্ত কতিপয় স্বার্থান্বেষী কুচক্রীর কারচুপিতে আমরা সনাতন শিক্ষার ধারাটি বজায় রাখতে পারছি না, এ ব্যর্থতার দায় আমরা কি দিয়ে মেটাবো? শিক্ষা আর শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা নিয়ে দোনামনা করার আর কোনো অবকাশ নেই। যে মূল্যেই হোক অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের সিদ্ধান্ত আমাদের বাস্তবায়িত করতেই হবে।